কালের কণ্ঠ

আপডেট : ১ নভেম্বর, ২০২২ ১৯:০২

বস্তির শিশুদের জন্য বিজ্ঞান জাদুঘরে বিনা মূল্যে প্রদর্শনী

জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘরের মহাপরিচালক মোহাম্মাদ মুনীর চৌধুরীসহ অতিথিদের সঙ্গে উপহার হাতে শিশুরা। ছবি : সংগৃহীত

জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘরের বিভিন্ন প্রদর্শনী বিনা মূল্যে দেখার সুযোগ পেয়েছে বস্তির দরিদ্র শিশুরা। রাজধানীর রূপনগর বস্তির বাসিন্দা ও রিকশাচালকদের সন্তান ৩৯ জন শিক্ষার্থীকে আজ মঙ্গলবার বিজ্ঞান জাদুঘরে আমন্ত্রণ জানানো হয়।

তাদের জন্য বিনা টিকেটে ভ্রাম্যমাণ বিজ্ঞান প্রদর্শনী, মুভি বাস, ভি আর, টাইটানিক জোন ও এভিয়েশন গ্যালারি প্রদর্শনের ব্যবস্থা করা হয়। এসব শিশু কখনো নিজ খরচে জাদুঘরে আসার সুযোগ পায়নি।

হতদরিদ্র পরিবারের শিশুদের নিয়ে গড়ে তোলা 'স্কুল অব লাইফ' এর প্রধান সংগঠক ডা. অনুপম হোসেন, যিনি পেশায় একজন চিকিত্সক। তাঁরই তত্ত্বাবধানে এসব শিশু লালিত-পালিত হচ্ছে। এসব শিশু বিজ্ঞান জাদুঘরে প্রবেশের সুযোগ পেয়ে এবং বিভিন্ন প্রদর্শনীর সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে আনন্দে অভিভূত হয়ে পড়ে। শিশুদের হাতে তুলে দেওয়া হয় খাদ্যসামগ্রী ও প্রতিষ্ঠানের স্মারক উপহার।

ছোট্ট একটি অনুষ্ঠানে তাদের হাতে উপহারসামগ্রী তুলে দেওয়ার সময় উপস্থিত ছিলেন বিজ্ঞান জাদুঘরের মহাপরিচালক মোহাম্মাদ মুনীর চৌধুরী, স্কুল অব লাইফের উদ্যোক্তা ডা. অনুপম হোসেন ও বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠানের (বিআইডিএস) পরিচালক ড. মনজুর হোসেন।

প্রায় পাঁচ ঘণ্টা আনন্দঘন পরিবেশে দরিদ্র পরিবারের শিশুরা বিজ্ঞান জাদুঘরে ভ্রমণ করে তাদের ভবিষ্যতৎ জীবন গড়ার অনন্য প্রেরণা লাভ করে। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

NEW AGE
The outspoken daily ■ www.newagebd.net ■ Dhaka, Wednesday, November 2, 2022, Kartik 17, 1429 BS

Slum children visit science museum

Staff Correspondent

THE National Museum of Science and Technology opened its galleries for the children of slum dwellers and rickshaw pullers of the capital's Rupnagar area on Tuesday.

About 40 children also enjoyed mobile science exhibits, movie buses, VR, Titanic Zone, and aviation galleries for free, said a press release.

Anupam Hossain, organiser of the 'School of Life' built with children from poor families, led the visiting team. The children are being brought up under the supervision of Anupam, a doctor by profession.

The visiting children were given food and souvenirs from the NMST in a small ceremony where Mohammad Munir Chowdhury, director general of the science museum, and Manzur Hossain, director of BIDS, also attended.

Children from the slums of the capital's Rupnagar area were presented gifts as they visit the National Museum of Science and Technology at Agargaon in Dhaka on Tuesday. — Press release

The daily TRIBUNAL
RIGHTS FOR THE PEOPLE
Dhaka ● Volume 8 ● Issue 285 ● Reg. No. DA 6340 | Wednesday, 02 November 2022 | 17 Kartik 1429 ● 06 Rabi Us Sani 1444 ● 12 Pages, Tk.

Free exhibition at science museum for children of rickshaw pullers

Staff Correspondent

39 students from the slum dwellers and rickshaw pullers of the capital's Rupnagar area were invited to Science Museum Gallery on Tuesday. There are also ticket-free mobile science exhibits, movie buses, VR, Titanic Zone, and aviation galleries. These children never had the opportunity to come to the museum at their own expense.

The main organizer of the "School of Life" built with children from poor families. Anupam Hossain, who is a doctor by profession. These children are being brought up under his supervision. These children were overwhelmed with joy as they got the chance to enter the museum and engage with the various exhibits. Children were given food items and souvenirs from the organization. Director General of Science Museum Mr Mohammad Munir Chowdhury, founder of "School of Life" Dr Anupam Hossain and director of BIDS, Manjur Hossain were present on the occasion. Children from poor families travel to the science museum in a joyful environment for about 5 hours and get a unique motivation to build their future life.

আমার সংবাদ
বুধবার, ০২ নভেম্বার ২০২২, ১৮ কার্তিক ১৪২৯

রিকশাচালকদের শিশুদর জন্য বিজ্ঞান জাদুঘরে ফ্রি প্রদর্শনী

বস্তিবাসী দরিদ্র শিশুদের জন্য খুলে দেয়া হয় গতকাল বিজ্ঞান জাদুঘরের গ্যালারি। গতকাল রাজধানীর রূপনগর এলাকার বস্তিবাসী তথা রিকশাচালক দরিদ্র জনগোষ্ঠীর ৩৯ জন শিক্ষার্থীকে বিজ্ঞান জাদুঘরে আমন্ত্রণ জানানো হয়। তাদের জন্য বিনা টিকেটে ভ্রাম্যমাণ বিজ্ঞান প্রদর্শনী, মুভি বাস, ভিআর, টাইটানিক জোন, ও এভিয়েশন গ্যালারি প্রদর্শনের ব্যবস্থা করা হয়। এসব শিশুরা কখনো নিজ খরচে জাদুঘরে আসার সুযোগ পায়নি। হতদরিদ্র পরিবারের শিশুদের নিয়ে গড়ে তোলা 'স্কুল অব লাইফ' এর প্রধান সংগঠক ডা. অনুপম হোসেন, যিনি পেশায় একজন চিকিৎসক। তারই তত্ত্বাবধানে এসব শিশু লালিত পালিত হচ্ছে। এসব শিশু জাদুঘরে প্রবেশের সুযোগ পেয়ে এবং বিভিন্ন প্রদর্শনীর সাথে সম্পৃক্ত হয়ে আনন্দে আবেগে অভিভূত হয়ে পড়ে। শিশুদের হাতে তুলে দেয়া হয় খাবার সামগ্রী ও প্রতিষ্ঠানের স্মারক উপহার। ছোট্ট একটি অনুষ্ঠানে তাদের হাতে উপহার সামগ্রী তুলে দেয়ার সময় উপস্থিত ছিলেন বিজ্ঞান জাদুঘরের মহাপরিচালক মোহাম্মাদ মুনীর চৌধুরী, 'স্কুল অব লাইফ' এর উদ্যোক্তা ডা. অনুপম হোসেন ও বিআইডিএসের পরিচালক ড. মনজুর হোসেন। প্রায় ৫ ঘন্টা আনন্দ ঘন পরিবেশে দরিদ্র পরিবারের শিশুরা বিজ্ঞান জাদুঘরে ভ্রমণ করে তাদের ভবিষ্যৎ জীবন গড়ার অনন্য প্রেরণা লাভ করে।

দৈনিক সুপ্রভাত বাংলাদেশ | চট্টগ্রাম | বুধবার | ০২ নভেম্বর ২০২২

সুপ্রভাত
সুপ্রভাত বাংলাদেশ | SUPROBHAT BANGLADESH

বিজ্ঞান জাদুঘরে বস্তিবাসী শিশুদের জন্য ফ্রি প্রদর্শনী

বিজ্ঞান জাদুঘরে বস্তিবাসী শিশুদের জন্য ফ্রি প্রদর্শনী

গতকাল বস্তিবাসী দরিদ্র শিশুদের জন্য খুলে দেওয়া হয় বিজ্ঞান জাদুঘরের গ্যালারি। রাজধানীর রূপনগর এলাকার বস্তিবাসী তথা রিকশাচালক দরিদ্র জনগোষ্ঠির ৩৯ জন শিক্ষার্থীকে বিজ্ঞান জাদুঘরে আমন্ত্রণ জানানো হয়।

তাদের জন্য বিনা টিকেটে ভ্রাম্যমাণ বিজ্ঞান প্রদর্শনী, মুভি বাস, ভি আর, টাইটানিক জোন, ও এভিয়েশন গ্যালারি প্রদর্শনের ব্যবস্থা করা হয়।

এসব শিশুরা কখনো নিজ খরচে জাদুঘরে আসার সুযোগ পায়নি। হতদরিদ্র পরিবারের শিশুদের নিয়ে গড়ে তোলা 'স্কুল অফ লাইফ' এর প্রধান সংগঠক ডা. অনুপম হোসেন। তাঁরই তত্ত্বাবধানে এসব শিশু লালিত পালিত হচ্ছে। এসব শিশু জাদুঘরে প্রবেশের সুযোগ পেয়ে এবং বিভিন্ন প্রদর্শনীর সাথে সম্পৃক্ত হয়ে আনন্দে আবেগে অভিভূত হয়ে পড়ে।

শিশুদের হাতে তুলে দেওয়া হয় খাবার সামগ্রী ও প্রতিষ্ঠানের স্মারক উপহার। ছোট্ট একটি অনুষ্ঠানে তাদের হাতে উপহার সামগ্রী তুলে দেওয়ার সময় উপস্থিত ছিলেন বিজ্ঞান জাদুঘরের মহাপরিচালক জনাব মোহাম্মাদ মুনীর চৌধুরী, 'স্কুল অফ লাইফ' এর উদ্যোক্তা ডা. অনুপম হোসেন ও বিআইডিএস এর পরিচালক ড. মনজুর হোসেন।

প্রায় ৫ ঘন্টা আনন্দ ঘন পরিবেশে দরিদ্র পরিবারের শিশুরা বিজ্ঞান জাদুঘরে ভ্রমণ করে তাদের ভবিষ্যৎ জীবন গড়ার অনন্য প্রেরণা লাভ করে। বিজ্ঞপ্তি

গণমানুষের দৈনিক
গণমুক্তি
THE DAILY GANOMUKTI
বুধবার, ০২ নভেম্বর ২০২২

রিকশাচালকদের শিশুদের জন্য বিজ্ঞান জাদুঘরে ফ্রি প্রদর্শনী

স্টাফ রিপোর্টার

বস্তিবাসী দরিদ্র শিশুদের জন্য খুলে দেওয়া হয় বিজ্ঞান জাদুঘরের গ্যালারি। গতকাল মঙ্গলবার রাজধানীর রূপনগর এলাকার বস্তিবাসী তথা রিকশাচালক দরিদ্র জনগোষ্ঠির ৩৯ জন শিক্ষার্থীকে বিজ্ঞান জাদুঘরে আমন্ত্রণ জানানো হয়। তাদের জন্য বিনা টিকেটে ভ্রাম্যমাণ বিজ্ঞান প্রদর্শনী, মুভি বাস, ভি আর, টাইটানিক জোন, ও এভিয়েশন গ্যালারি প্রদর্শনের ব্যবস্থা করা হয়। এসব শিশুরা কখনো নিজ খরচে জাদুঘরে আসার সুযোগ পায়নি। হৃত দরিদ্র পরিবারের শিশুদের নিয়ে গড়ে তোলা 'স্কুল অফ লাইফ' এর প্রধান সংগঠক ডা. অনুপম হোসেন, যিনি পেশায় একজন চিকিৎসক। তাঁরই

তত্ত্বাবধানে এসব শিশু লালিত পালিত হচ্ছে। এসব শিশু জাদুঘরে প্রবেশের সুযোগ পেয়ে এবং বিভিন্ন প্রদর্শনীর সাথে সম্পৃক্ত হয়ে আনন্দে আবেগে অভিভূত হয়ে পড়ে। শিশুদের হাতে তুলে দেওয়া হয় খাবার সামগ্রী ও প্রতিষ্ঠানের স্মারক উপহার। ছোট্ট একটি অনুষ্ঠানে তাদের হাতে উপহার সামগ্রী তুলে দেওয়ার সময় উপস্থিত ছিলেন বিজ্ঞান জাদুঘরের মহাপরিচালক মোহাম্মাদ মুনীর চৌধুরী, 'স্কুল অফ লাইফ' এর উদ্যোক্তা ডা. অনুপম হোসেন ও বিআইডিএস এর পরিচালক ড. মনজুর হোসেন। প্রায় ৫ ঘন্টা আনন্দ ঘন পরিবেশে দরিদ্র পরিবারের শিশুরা বিজ্ঞান জাদুঘরে ভ্রমণ করে তাদের ভবিষ্যৎ জীবন গড়ার অনন্য প্রেরণা লাভ করে।

DGI BANGLA

রিকশাচালকদের শিশুদের জন্য বিজ্ঞান জাদুঘরে ফ্রি প্রদর্শনী

নভেম্বর ১, ২০২২

0

বস্তিবাসী দরিদ্র শিশুদের জন্য খুলে দেওয়া হলো বিজ্ঞান জাদুঘরের গ্যালারি। আজ মঙ্গলবার, ১ নভেম্বর রাজধানীর রূপনগর এলাকার বস্তিবাসী তথা রিকশাচালক দরিদ্র জনগোষ্ঠির ৩৯ জন শিক্ষার্থীকে বিজ্ঞান জাদুঘরে আমন্ত্রণ জানানো হয়।

তাদের জন্য বিনা টিকেটে ভ্রাম্যমাণ বিজ্ঞান প্রদর্শনী, মুভি বাস, ভি আর, টাইটানিক জোন, ও এভিয়েশন গ্যালারি প্রদর্শনের ব্যবস্থা করা হয়। এসব শিশুরা কখনো নিজ খরচে জাদুঘরে আসার সুযোগ পায়নি। হত দরিদ্র পরিবারের শিশুদের নিয়ে গড়ে তোলা 'স্কুল অফ লাইফ' এর প্রধান সংগঠক ডা. অনুপম হোসেন।

পেশায় এই চিকিৎসকের তত্ত্বাবধানে এসব শিশু লালিত পালিত হচ্ছে। এসব শিশু জাদুঘরে প্রবেশের সুযোগ পেয়ে এবং বিভিন্ন প্রদর্শনীর সাথে সম্পৃক্ত হয়ে আনন্দে আবেগে অভিভূত হয়ে পড়ে। শিশুদের হাতে তুলে দেওয়া হয় খাবার সামগ্রী ও প্রতিষ্ঠানের স্মারক উপহার। ছোট্ট একটি অনুষ্ঠানে তাদের হাতে উপহার সামগ্রী তুলে দেওয়ার সময় উপস্থিত ছিলেন বিজ্ঞান জাদুঘরের মহাপরিচালক মোহাম্মাদ মুনীর চৌধুরী, 'স্কুল অফ লাইফ' এর উদ্যোক্তা ডা. অনুপম হোসেন ও বিআইডিএস এর পরিচালক ড. মনজুর হোসেন।

প্রায় ৫ ঘন্টা আনন্দ ঘন পরিবেশে দরিদ্র পরিবারের শিশুরা বিজ্ঞান জাদুঘরে ভ্রমণ করে তাদের ভবিষ্যৎ জীবন গড়ার অনন্য প্রেরণা লাভ করে।